Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.10-17
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও বর্তমান সমাজে তার প্রতিফলন

মুকেশ দাস

এম. এ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

Abstract:

Swami Vivekananda was written in a bright font in the history of the whole world. On the One hand he was a Hindu Monk and Preacher of Vedanta in the West and philosophical teacher and one of the most revered youth heroes of human and patriotism. He traveled to India as a traveler and got to Swamiji with soil and People. Suffering, poverty, experience of curses and social and religious injustice distressed Swamiji Besides he opposed Caste, he said, "O India do not forget your caste, stupid, poor, ignorant, Cobbler, scavenger, your blood, your brother", He opposed religious terrorism riots. He spoke of peace and love. Swamiji thought that in order to build a proper society, every class of people should be educated in proper education. As a result, people's moral power and will power will develop property. At the same time, he talked about women's education and talked about women's Liberation. Swami Vivekananda Laid special emphasis on the Veda-Upanishad. Upanishad advises to overcome all weakness and despair and join the struggle of life with strong conviction. At the same time the unity of the whole world and the happiness and harmony of the human life are found in Upanishad. Swami Vivekananda gave advice to the youth on education, philosophy, religion, character building and various other matters. Swamiji believed in the power of youth to re-establish India on its own after seeing India's Lack of progress at that time. He emphasized on the formation of character of the individual he inspired the people of the world to walk or the path of through his words about truth. Swamiji dreamed of a society in India in which the knowledge of the Kshatriya civilization of the Brahmanical age, the power of expansion of the world and the ideal of equality of the Sudras combined this country would be regarded as the perfect seat of the a great man. He felt that the cause of the apathy of love nation was illiteracy and ignorance. He saw in education the key to the Liberation of the nation .As a result in the current social system, it is seen that the moral values are deteriorating and the violence and hatred among people are still there, self-centeredness, greed and global corruption have reared their heads. Only if we apply Swamiji's ideal thinking in real society then an ideal social system will be developed.

Keywords: affirmative education, spiritualism, will power, women education, Veda-Upanishad, eastern and western, bodybuilding, human service, degradation of values.

ভূমিকা: ভারত মাতার পবিত্র ভূমিতে বহু বীর এবং মহান সন্তান জন্ম নিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে একজন হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামটি তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেব দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকাল চার দশকেরও কম (১৮৬৩-১৯০২)। তাঁর স্বল্প জীবনকালে আধুনিক কালের এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা ছিলেন। তিনি ধর্ম সংস্কৃতি এবং পরোক্ষভাবে ভারতীয়দের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছে,সেই বোধদয় জাগিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। জীবনবোধ, সমাজ সংস্কার,ঈশ্বর চেতনা, শিক্ষা,স্বাস্থ্য-সবকিছুরই তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অপরিসীম। তিনি শিকাগো বক্তৃতা দিয়ে তিনি ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বময় চর্চিত ব্যক্তিদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। আমাদের ছাত্র জীবনে স্বামীজীর বাণী এক অমূল্য সহায়ক। বর্তমান প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর মাধ্যমে, বিবেকানন্দ ছিলেন একজন ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী। তিনি পাশ্চাত্যে বেদান্ত দর্শন প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ভারতেও ধর্ম সংস্কারে তাঁর অবদান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন, 'যদি ভারতকে জানতে চাও, তবে বিবেকানন্দকে জানো, তাঁর মধ্যে যা কিছু আছে সবই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছুই নেই'। বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন, দেশের ভবিষ্যৎ জনগণের উপর নির্ভর করে, তাই তিনি বলেছিলেন, 'আমার উদ্দেশ্য হল মানুষের চরিত্র গঠন'। এইভাবে তিনি নিজের শিক্ষা বর্ণনা করেন। বিবেকানন্দ তাঁর আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, '(তাঁর উদ্দেশ্য) মানব জাতিকে তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব শিক্ষা দেওয়া এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তা কিভাবে কাজে লাগাতে হয় তা শেখানো'।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও চিন্তা ধারা: স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন যে শিক্ষায় মানুষের জীবনে পরিপূর্ণতা আনে, তাই তিনি মনে করেছেন যে, বর্তমানে যে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে তাতে করে সেই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয় না এবং মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদা বোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে না। বিবেকানন্দ তিনি শিক্ষাকে কেবলমাত্র পুঁথিগত বা তথ্যের সমষ্টি মনে করতেন না, তাঁর মতে শিক্ষা হলো অনেক ব্যাপক আকার তিনি শিক্ষার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন ভালো মানুষ তৈরীর কারিগর যেমন নৈতিক মূল্যবোধ যুক্ত ও আদর্শবান হওয়া। তিনি সবসময় ইতিবাচক শিক্ষা দিতেন নেতিবাচক শিক্ষার পরিপন্থী ছিলেন। ইতিবাচক শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে উৎসাহিত জাগায় ও তাদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটে।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বেদান্ত দর্শনের অনুগামী। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার মূলে রয়েছে আধ্যাত্মবাদ বা ধর্ম, যে ধর্মের নাম হিন্দু নয়, খ্রিস্টান নয়, ইসলাম নয়, বৈধ নয় যে ধর্ম হবে মানব ধর্ম, বেদান্তের ধর্ম এর থেকে তিনি তৈরি করলেন 'বাস্তবভিত্তিক বেদান্ত' তাঁর জাতীয়তাবাদের মূলে রয়েছে 'বাস্তব বেদান্ত'। এছাড়া তিনি বলছেন যে ধর্ম শুধুমাত্র বক্তৃতা বা দর্শন তত্ত্বে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি ধর্মকে আত্ম উপলব্ধি বলেছেন। প্রত্যেকের অন্তরে যে দেবত্ব বা ঐশ্বরীয় সত্তা আছে তার পূর্ন বিকশিত রূপ হচ্ছে ধর্ম। বিবেকানন্দ বলেছেন ধর্ম হল মানুষকে পশু থেকে মানুষে এবং তারপর মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করে। তিনি 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' র উপর বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি বলেছেন মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর থাকেন। তাই মানুষের সেবা করাই ঈশ্বরের সেবা। তিনি ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছেন তিনি সকল ধর্মের সমান গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেছেন। সকল ধর্মের সারকথা এক সকল ধর্মের মাধ্যমে মানুষের মুক্তির পথ ও আদর্শবান হওয়া যায়। ফলে সকল ধর্মের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, সম্মান আরোপ করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি ভারতের গৌরবময় অতীতের দিকে নিবদ্ধ ছিল, যখন ভারত জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পেরেছিল। বর্তমানে অধোগতি দেখে তাঁর মনে হয়েছে যে সেই পুরানো ভারতের মহিমা আবার ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন হবে সামাজিক বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব আসবে তখনই যখন মানুষে মানুষে সব রকম ভেদাভেদ ও পার্থক্য দূর করে এক অখণ্ড জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানো ভারতের মাটিতে সম্ভব হবে। তিনি বলেছেন ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হলে, সংগঠন, শক্তি সঞ্চয় ও ইচ্ছা শক্তির সমন্বয়ের উপর জোর দিতে হবে। বিবেকানন্দের মতে, ইচ্ছা ও তার সংহতিই হলো শক্তি। তিনি আত্ম সংযমের উপর জোর দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বলেছেন, সংযত মনের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছুই হয় না। আর যতই মনকে সংযত করা হয় তার শক্তি তত বাড়ে। তাই তিনি এমন কিছু করতে বারণ করেছেন যা মনকে অশান্ত করে বা মনের অসুবিধা সৃষ্টি করে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নারীদের ব্যথা-বেদনা- দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে নারী শিক্ষা, নারী মুক্তির জন্য দেশবাসীকে সজাগ হতে পরামর্শ দিয়েছেন। নারী শক্তির বিকাশই হলো দেশের অগ্রগতির অন্যতম সোপান। নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল স্বামীজীর কথায়, "oh, India, do not forget the ideal of Women hood-Sita, Sabitri and Damayanti", অর্থাৎ, আজ আমাদের ভুললে চলবে না, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কথা, ভুললে চলবে না তাদের আদর্শের কথা, মহত্বের কথা, নারীত্বের কথা। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের নারীদের দুর্দশা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। সমাজের নারীর অবমূল্যায়নের জন্য তিনি অশিক্ষাকে দায়ী করেছেন। তিনি নারী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন যেমন-তিনি মনে করেছেন যে গ্রামে গ্রামে যদি বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, তাহলে সমাজের সর্বস্তরের মেয়েদের শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। এছাড়া তিনি ব্রহ্মচারিণী দল গঠনের কথা বলেন, এই দল গঠনের ফলে তারা মেয়েদের শিক্ষা দেবেন। বিবেকানন্দ মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য নারীমঠ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেন। তিনি মনে করতেন যে মেয়েরা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ হলে তবেই তাদের মধ্যে দেশ ভক্তির ভাবাবেগ তৈরি হবে। তিনি নারী শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে ধর্ম শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস,ভূগোল,রাষ্ট্রবিজ্ঞান,সেলাই,রান্না, পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। এছাড়া বেলুড়ে একটি মঠ স্থাপনের কথা বলেন যা এখন সারদা মঠ নামে পরিচিত। তিনি ভারতীয় নারীদের কিভাবে ঘরের বাইরে আনা যায় তাদেরকে শিক্ষিত করা যায়, এটাই হলো তার মূল কথা। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে কাজে লাগালেন নারী শিক্ষার জন্য। বিবেকানন্দ হলেন নারী কল্যাণের মূর্ত্য প্রতীক এগুলি হল সব প্র্যাকটিকাল বেদান্ত।

বিবেকানন্দ ঈষা ও অহংকার দূরে রেখে সবাইকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পবিত্রতা, ধৈর্য ও মানসিক দৃঢ়তা সব বাধা দূর করে দেয়। তিনি সাহসের সঙ্গে কাজ করতে বলেছেন। যে কাজ ধৈর্যের সঙ্গে সঠিকভাবে করা হয়, বিবেকানন্দের মতে,সেই কাজই সফল হয়। তিনি বলেছেন যে নিজের উপর বিশ্বাস থাকলেই অন্তরের দেবত্ব জাগরিত হয়। ১৮৯৪ সালের ২০ শে জুন আমেরিকা থেকে হরিদাস বিহারী দাস দেশাইকে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, 'জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন- গঠনের পন্থা'। এই প্রসঙ্গেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কে লেখা ১৮৯৭ সালের একটি চিঠির কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও

পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না'। স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় সংহতির স্বার্থে নৈতিক ভিত্তির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি কে সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি ভারতীয়দের কাছে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন: 'আমি ভারতবাসী, প্রত্যেক ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী,দীন-দরিদ্র ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী আমার ভাই''। তুমিও একটি মাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল,'ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুসজ্জা, আমার যৌবনের উপবন, পবিত্র স্বর্গ, আমার বার্ধক্যের বারানসী'। বল ভাই 'ভারতের মৃত্তিকা আমার সর্বোচ্চ স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ'।

ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মূলে নিহিত রয়েছে আধ্যাত্ম্যবাদ এই আধ্যাত্মবাদের ভিত্তি হল বেদ ও উপনিষদ। এখান থেকে তিনি পেলেন দুটি ধারণা যে দুটি নিহিত রয়েছে অদ্বৈত ভাবে এই দুটি ধারণা হলো-'Brahman' 'Sachchidananda' এবং এই দুটির মিলনে তৈরি হয় অদ্বৈতবাদ যার মূল কথা হলো প্রতিটি জীবজগতের সৃষ্টি, মানুষ, জীব, পশু-পাখি সবই এক অখণ্ড সত্তার আঁধার 'আমার' সাথে 'তোমার' কোন পার্থক্য নেই-এই উপলব্ধি ভারতের ইতিহাসের মূল কথা যার জন্য ভারতের কৃষ্টি হল সর্বজনের মঙ্গল ও সর্ব জাতির সমন্বয়, আর ভারতের সভ্যতা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সভ্যতার মিলনে ও সমন্বয়ের ফলে- 'Sat' কথাটির অর্থ হল সত্য,' 'Chit' কথাটির অর্থ হলো উপলব্ধি বা আত্মার চেতনা,' 'Ananda' এর অর্থ হল অখণ্ড ও অনির্বচনীয় পরম সত্তার সাথে নিজের সত্তার মিলন জনিত আনন্দ। এখানে 'God' বা পরম সত্তা এই সত্তাকে উপলব্ধির জন্য পূজা অর্চনা, অনুষ্ঠান,প্রথা ও রীতিনীতির কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হল ধ্যানের বা যোগ সাধনা।

স্বামীজিকে পুরানো ভারতের পুনরুত্থান বাদী বলা ঠিক নয়, এদিক থেকে স্বামীজি রাজারামমোহন, গোখলে, জহরলাল নেহেরু এবং বসে সম সুভাষ বোসের সমগোত্রীয়। স্বামীজি মনে করতেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে তৈরি হবে নতুন ভারত।পাশ্চাত্য থেকে ভারত অর্জন করবে বৈজ্ঞানিক চেতনা, মানবিকতাবাদ, যুক্তিবাদ এবং আধুনিক প্রযুক্তি এবং এর সাথে যুক্ত হবে ভারতীয় সভ্যতার কৃষ্টির মূল আধ্যাত্মবাদ। এক্ষেত্রে স্বামীজি গান্ধীবাদের বিপরীতমুখী। ভারতের বা প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম,ধর্মকে উনি কিভাবে দেখেছেন-আমাদের বেদ এবং উপনিষদ আছে যে ধর্মে পৌত্তলিকতাবাদ অর্থাৎ বিবেকানন্দের ধর্মটা হচ্ছে বেদ, উপনিষদের জাগযোগ্য বা হোমযোগ্য ও ধ্যান, যে ধর্ম চেতনার মূলে কোন কুসংস্কার নেই, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ব্যতিত অদ্বৈতবাদ থেকে তার মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই। সত্য, সর্বোত্তম জ্ঞান,বুদ্ধি সেটা লেখা পড়ার মাধ্যমে হয়, কাজের মাধ্যমে হয়, চেতনা আসার জন্য আত্মার মাধ্যমে যেটা আসবে আধ্যাত্মবাদ। মানুষের মধ্যে চেতনা আসবে আমি ভারত না পাকিস্তান না বাংলাদেশ সেটার আগে আমরা মানুষ আমরা এক অংশ এটা একটা পরম আত্মার অংশ এই অবস্থায় ভারত পৌঁছেছিল। আবার সেই চেতনা জাগাতে হবে, বিবেকানন্দ জোর দিচ্ছে তাত্ত্বিক দিকে পাশ্চাত্যের ধর্ম আছে আমাদের প্রাচ্যে ধর্ম আছে, আনন্দে যখন পৌঁছেছে তখন মানুষ আনন্দে পৌঁছাবে।

জাতীয়তাবাদের পরের বিষয় হল ভারতের মানুষের পেটে ক্ষুধা,পোশাক নেই, বিবেকানন্দ বুঝতে পারল ঠাকুরের দেহত্যাগের ফলে ভারত পরিভ্রমন করেছিলেন পায়ে হেঁটে। খাদ্য নেই, বাসস্থান নেই, পোষাক নেই এগুলি আগে প্রয়োজন তারপর ধর্ম। তখন তিনি কর্মযোগ প্রথম দরকার পাশ্চাত্যের শিক্ষার সঙ্গে প্রাচ্যের সমন্বয়। ফলে তিনি বলছেন আগামী একশ বছর ধর্মকে বাদ রাখা, প্রথমে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান

এগুলি দরকার,ভারতে এক জাতি তৈরি হবে, এই সমন্বয়ের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের পার্থিব আগে প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমন্বয় হল বাস্তববাদীবেদান্ত।

বিবেকানন্দের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটানো এবং সেই জন্য বিবেকানন্দের তত্ত্ব ধর্ম ভিত্তি হলেও তিনি মূর্তি পূজাকে জোর দেন। আচার-আচরণ ধর্মীয় কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়নি। এছাড়া তিনি মনে করেন হিন্দু ধর্ম মানুষকে অন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং এই হিন্দু ধর্ম দিয়ে বেদান্তের চিন্তা বাস্তবভিত্তিক বেদান্ত, তাতে তিনি বলছেন ধর্ম,পূজা বেশ কিছুদিন বসে থাকতে পারবে, মন্দিরে না গেলেও হবে, প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হলো স্বাধীনতার চিন্তা এই পরাধীন জাতি কখনো উন্নত হতে পারে না। সুতরাং এই অবস্থায় বিবেকানন্দ যে জাতি প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন যে, যুবককে একত্রিত করতে হবে, আগে স্বাধীনতা প্রয়োজন এই স্বাধীনতা কেবল ব্রিটিশ স্বাধীনতা নয়, এটা মানসিক স্বাধীনতা,নিজের বুদ্ধি বৃত্তির চেতনার স্বাধীনতা, যে বুদ্ধির ভিত্তি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই স্বাধীনতা এসেছে পাশ্চাত্যের থেকে এইখানে বিবেকানন্দের বুদ্ধি বৃত্তি ভাবনার চেতনার স্বাধীনতা, পাশ্চাত্যরা এইরকম পরাধীন নেই।

মনের স্বাধীনতা দরকার তাহলে নির্ভীক হবে যুবক-যুবতীরা ভয় পাবে না, ব্রিটিশদের ভয় পাবে না, এই যুবক-যুবতীরা বিবেকানন্দের আদর্শে বিপ্লবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ১৮৯২-১৯০২ ভারতের ইতিহাসে ও বাংলার ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- দুটি বিপ্লবী দল যুগান্তর দল ও অনুশীলন সমিতি এই সময় জন্ম হয়। এই ঘটনার অনুপ্রাণিত হলো স্বামীজি, সেই সময় যুবকদের আদর্শ হলো স্বামীজি। বিবেকানন্দ বলছেন গীতা পরে পড়লে হবে এখন তুমি ফুটবল খেলো।

মানব সেবা হল এটা শেষ পর্যায় অর্থাৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃতভাবে ঘুরে দুইবার ঘুরে এইটা ঘুরেছিলেন বলে স্বামীজি হতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দের শেষ কথা হচ্ছে মানব সেবা যে মানব অশিক্ষা, কুশিক্ষা জর্জরিত যে মানুষের স্কুল কলেজে ভালো লাগছে না, তাকে বুনিয়াদি শিক্ষার পরে কর্ম শিক্ষা দরকার। কর্ম শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া, তিনি মনে করেছেন মানুষের খাদ্য দরকার, বাসস্থান দরকার, বিপর্যয়ের মুখে ত্রাণের ব্যবস্থা করা, সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় মঠ মিশন গড়ে তুলেছেন, স্বামীজীর জন্মই হয়েছিল মানব সেবাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

আজকের সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রতিফলন: স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেছিলেন শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জীবনে পরিপূর্ণতা আসবে। তিনি কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষাকে বিরোধিতা করেছেন। বর্তমান সমাজে দেখা যাচ্ছে যে তাঁর সেই শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বাস্তবে প্রতিফলন হচ্ছে না। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা হবে কর্মমুখী ও মূল্যবোধ যুক্ত কিন্তু বর্তমান সমাজে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা কেবল গতানুগতিক পুথি নির্ভর হয়ে পড়েছে। শিক্ষা অর্জন করেও সঠিক নৈতিক মূল্যবোধযুক্ত মানুষ হতে পারছে না। সভ্যতা যতই আধুনিক যান্ত্রিকতার দিকে এগিয়েছে মানুষের ভোগ মূলক লালসাও ততোই বেড়েছে। এই লালসার বশবর্তী হয়ে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। এইভাবে মূল্যবোধ ধীরে ধীরে গৌণ হতে হতে মানুষের ব্যাপক ভোগ মূলক বাসনার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগে মানুষ অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার দিকে। এই লোভীই বর্তমান সমাজে জন্ম দিয়েছে অনাচার, বিশ্বব্যাপী দুর্নীতি এবং বিধ্বংসী সন্ত্রাসের। প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে এসবের মূল্য চোকাতে হচ্ছে। সমাজের বর্তমান যুগে মূল্যবোধ হীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষের মানুষের স্বাভাবিক পারস্পারিক সম্পর্ক ও

আধুনিক সমাজের কৃত্রিম যান্ত্রিকতার বেড়াজালে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। নৈতিক শিক্ষার একান্ত অভাবের ফলেই বর্তমানে ভাই বোনের মধ্যে ভোগকেন্দ্রিক বিবাদ, পিতা-মাতার সঙ্গে বিবাদ ও সম্পর্ক ছেদ, সমাজের সর্বস্তরে নৃশংস সব ঘটনা ইত্যাদির মাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ দেশের যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার কথা বলেছেন। যুব সম্প্রদায়ই দেশের হাল ফেরাতে সক্ষম হবে। তিনি যুবকদের খেলাধুলা, ব্যায়াম,শরীরচর্চা দিকে জোর দেন কিন্তু বর্তমানে দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, তারা খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার দিকে অতটা আগ্রহ প্রকাশ করছে না, তারা কেবলমাত্র গতানুগতিক স্কুল-কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করছে। দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মোবাইল ফোন,ল্যাপটপ ও কম্পিউটারের মধ্যে তারা মনোনিবেশ করছে, তারা মাঠে গিয়ে খেলার পরিবর্তে মোবাইল ফোনেই বিভিন্ন গেম খেলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ বোধ করছে। সারাক্ষণ মোবাইল গেমস, পাবজি, ফ্রী ফায়ারের এর মতো হিংস্র সব ভিডিও গেমস নিয়ে ব্যস্ত। ফলে তারা ঝুঁকে পড়ছে অশ্লীলতার দিকে। জড়িয়ে পড়ছে ধর্ষণ ও মদ্যপান সহ নানা অসংগতিপূর্ণ সামাজিক ব্যাধিতে। বেশিরভাগ যুবক-যুবতীরা তারা মোবাইলে পর্ন ছবি ও ভিডিও দেখে। ফলে তারা যৌনতার বিষয়ে আগ্রহী হয় ও যৌন উত্তেজনায় ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়। এছাড়া যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেনসিডিল, গাঁজা, ইয়াবা, আফিম, ভাং ইত্যাদি মাদকদ্রব্য আসক্ত হয়ে নৈতিক চরিত্রের চূড়ান্ত অধঃপতন হচ্ছ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন যে সমস্ত ভারতবাসী আমরা প্রত্যেক মানুষই একি বন্ধনে আবদ্ধ। সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে একটা ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করার কথা বলেন কিন্তু বর্তমান সমাজে দেখা যাচ্ছে যে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি হচ্ছে,সমাজে উচ্চবর্ণের মানুষরা তারা নিম্ন বর্ণের মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা ও শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ হিংসা এগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিভিন্ন রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা খুন খারাপি এগুলি হতেই আছে। এছাড়া বর্তমানে ক্ষমতার লোভে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক হিংসা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ফলস্বরূপ বহু মানুষ এর স্বীকার হয়ে খুন হচ্ছে এবং কেও বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে ভয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

আজ আমাদের সমাজে দেখা যায় স্কুল থেকে উচ্চ শিক্ষায়তন সর্বত্রই অনাস্থা জনিত হতাশা,অবিশ্বাসের বাতাবরণ। শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক শিক্ষিকার কোন আত্মিক নৈকট্য গড়ে ওঠে না। শিক্ষার্থীরা জানেও না, পড়াশুনা ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট থেকে তাদের অনেক কিছু নেবার আছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিদিন আমরা ছাত্র বিক্ষোভ, যুব বিক্ষোভের সম্মুখীন হই আর তার ফলে সমাজটা বিপন্ন হয়ে পরে কিন্তু কখনো মনের আয়নায় নিজেদের দোষী মুখগুলি অবলোকন করি না। আর তাই বুঝতে পারিনা বা বুঝতে চায় না যে, বর্তমানের এই বিক্ষোভের জন্য আমরা দায়ী। কেননা আমরা তো তাদের সামনে কোন ইতিবাচক আদর্শ তুলে ধরতে পারিনি। ভালোবাসা প্রেমের জায়গা দখল করে নিয়েছে অপ্রেম, অপ্রীতি আর অবিশ্বাস। আর সেই জন্যই জীবন্ত প্রেম বিগ্রহ,বিশ্বাসের প্রতি মূর্তি বিবেকানন্দকে আজ আমাদের জীবনে ভীষণ প্রয়োজন।

স্বামী বিবেকানন্দ তিনি নারী শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নের দিকে জোর দিতে বলেন কিন্তু বাস্তবে সমাজ জীবনে এখনো নারীরা অবহেলিত অত্যাচারিত কিন্তু পৃথিবীর যেকোনো দেশ জাতির বড় সম্পদ হলো তার জনগণ এবং অবশ্যই নারী জাতি। কিন্তু বর্তমান সমাজে এই নারীরা অবহেলিত। বিশেষ করে আজকের সমাজে নারীর অপমান লাঞ্ছনার উদাহরণের শেষ নেই। স্বামীজি বলেছেন, 'নারী অনন্ত শক্তির আধার, শক্তি

ছাড়া জগতের মুক্তি নেই'। পুরুষ এবং নারীকে তিনি সমাজরূপ পাখির দুটি ডানার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, এক ডানায় যেমন পাখি আকাশে উড়তে পারে না, তেমনি সমাজ রূপ পাখির একটি ডানা নারী শক্তি যদি পঙ্গু হয়ে যায় তবে সেই সমাজের বিনাশ অনিবার্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কর্মস্থলে নারীদের সমান বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না, তাদেরকে দিয়ে দেহ ব্যবসা, খুন,ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু ঘটানো, যৌন পীড়ন, যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো ও তার সাথে সাথে বিবাহিত মহিলারাও শ্বশুরবাড়ি থেকে নানান ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে, ফলে বর্তমানে নারীদের উপর যে বৈষম্যমূলক আচরণ স্বামীজি কখনোই চাইনি, তাই সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে মেয়েদের সুশিক্ষা, ব্যক্তিত্ব গঠন ও সমাজ কল্যাণে তাদের ভূমিকা কে স্বামীজি সব সময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

মূল্যায়ন: উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা সহজেই বলা যায় যে, স্বামীজীর আদর্শ আমাদের বর্তমান সমাজে সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে এ কথা বলা যায় না, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী। বিদ্যালয়,চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ,বন্যা, খরা, ভূমিকম্প পীড়িতদের অর্থ,খাদ্য,ঔষধ পত্র দিয়ে সাহায্য করা এই মিশনের ব্রত। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠান কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সকল গোষ্ঠীর উর্ধ্বে সমগ্র মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত রয়েছে এই মিশন। বিবেকানন্দের বাণী অনুসরণ করে এই মিশনের সন্ন্যাসীরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অনাথ আশ্রম ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং দুর্গত মানুষের সাহায্যে কাজ করে জীবে দয়া এবং দরিদ্র নারায়ন সেবায় কর্মযোগে নিয়োজিত আছেন। তাই সহজেই বলা যায় যে, তাঁর এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্যরা মানব সেবায় নিয়োজিত আছেন। বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক শিক্ষা সেই কারণে বর্তমানেও স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ প্রকল্প চালু আছে যাতে করে সমাজের পিছিয়ে পরা ছাত্রছাত্রীরা অর্থের অভাবে পড়াশুনা থেকে বঞ্চিত না হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে পাঠক্রমে খেলাধুলা,শরীরচর্চা,যোগব্যায়াম এগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। তার পাশাপাশি চরিত্র গঠন ও মূল্যবোধযুক্ত শিক্ষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। তাই স্বামীজীর আদর্শই বর্তমানে মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়। বর্তমানে মূল্যবোধের সংকটের যুগে আমাদের অতি অবশ্যই প্রয়োজন সমাজ সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারাকে গ্রহণ করা। বিবেকানন্দের শিক্ষা সঠিকভাবে অনুশীলীত হলে উন্নত মানব সমাজ গঠন করা সম্ভব। যতদিন সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, স্বার্থপরতা, শোষণ, অত্যাচার থাকবে ততদিন পর্যন্ত স্বামীজীর আদর্শ ভাবধারা ও শিক্ষা দর্শন প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে আমাদের জীবনে পাথেয় করা।

তথ্যসূত্র:

১) মহাপাত্র অনাদিকুমার এবং বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদ্যুম্ন, 'ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন' সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম) কলকাতা-৭৩, ২০১১। পৃ:২১২-২৩৩।

২) বিবেকানন্দ স্বামী 'জীবন ও বাণী' প্রথম সংস্করণ, প্রকাশক: বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারী, কলকাতা কার্যালয় ৭৬/২, বিধান সরণি,ফ্ল্যাট নং-এক্স-৩, কলকাতা-৭০০০০৬।পৃ:-৩৫-৩৬।

৩) শ্রী রাজর্ষি, উপদেষ্টা: চক্রবর্তী প্রণবেশ, 'আমি স্বামীজি বলছি' নব গ্রন্থালয় (কলেজ রোড), কলকাতা-৭০০০৭৩, সম্পাদনা-সত্যদাস মঙ্গলস, প্রথম প্রকাশ: শুভ মহালয়া-১৩৯২।পৃ:-১,৪,৫,১০।

৪) Dennis Dalton, 'The Ideology of Sarvodaya: concepts of politics and power in Indian Political Thought' in Thomas pantham and Kenneth L.Deutsch (eds), Political Thought in Modern India, New Delhi:Sage Publication 1986.

৫) শ্রী শ্রী মায়ের কথা (অখন্ড)- উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৩৮ তম পুণমুদ্রণ, মাঘ ১৪১৭।

৬) পত্রাবলী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পৃ:৩৩৪।

৭) 'নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব',উষা দেবী সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ,শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।পৃ:১২৯।

৮) বিবেকানন্দ স্বামী, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' উদ্বোধন কার্যালয়,বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩, পঞ্চবিংশ সংস্করণ।

৯) The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples, Calcutta: Advaita Ashrama, 1960.

১০) ভারতের নারী, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), পৃ:৫৩২, ৫৩৩।

১১) বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (১ম ও ২য় খণ্ড), অনুবাদ ও সম্পাদনা সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ,কামিনী প্রকাশালয়, বৈশাখ, ১৪১৭।

১২) সঞ্চয়ন,হিন্দু নারী, স্বামী অভেদানন্দ, পৃ:৫১, ৫২।

১৩) নিবোধত-শ্রী সারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০০৭৬।২৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা,(সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১২) পৃ:২৪৩।

১৪) বসু শঙ্করীপ্রসাদ, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', কলকাতা:মন্ডল বুক হাউস, ১৯৮৩।

১৫) রায়,অমিতাভ, বিবেকানন্দ:ধর্ম,পরম্পরা ও ভারত গঠন,চক্রবর্তী সত্যব্রত ভারত বর্ষ: রাষ্ট্রভাবনা,কলকাতা: প্রকাশন একুশে, ২০০৩।

১৬) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা- উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৪।

১৭) রীতিনীতি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (১ম খন্ড), পৃ:২৯।

১৮) নব কল্লোল- পৌষ ১৪১৮ (লোক শিক্ষক বিবেকানন্দ- স্বামী আত্মবোধানন্দ), সম্পাদক: প্রবীর কুমার মজুমদার দেব সাহিত্য কুটির, ২২/৪ সি, ঝামাপুকুর লেন,কলকাতা-৭০০০০৯। পৃ:৩০,৩১,৩২।

১৯) মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, 'ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসন, (নবমতল) ৬ এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০১৩। ২০১৩, পৃ:১৪৫-১৭৮।